হতদরিদ্রের চালের লাইনে কলেজ শিক্ষক, আলমডাঙ্গায় চাঞ্চল্য

হতদরিদ্র, বিধবা ও দুস্থদের জন্য বরাদ্দকৃত ভিজিএফের চাল নিতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন এক স্বচ্ছল কলেজ শিক্ষক এমন ঘটনায় চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌরসভা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও বিস্ময় দেখা দিয়েছে।

রোববার আলমডাঙ্গা পৌরসভায় ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রম চলাকালে ইয়াসিন আলি নামে এক ব্যক্তিকে চালের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষক। একজন কলেজ শিক্ষককে দুস্থদের জন্য বরাদ্দ চাল নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উপস্থিত সাধারণ মানুষ হতবাক হয়ে যান।

চাল নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষক ইয়াসিন আলি বলেন, “আমার বাসায় কে কার্ড দিয়ে গেছে আমি জানি না। তবে কার্ড যেহেতু পেয়েছি, তাই চাল নিতে এসেছি। এটা আমার প্রাপ্য বলেই মনে করি।”

তবে স্থানীয়দের দাবি ভিন্ন। তাদের মতে, ইয়াসিন আলির আলমডাঙ্গা পৌরসভার এরশাদপুর এলাকায় নিজস্ব ফ্ল্যাটবাড়ি রয়েছে এবং তিনি যথেষ্ট জমি-জমার মালিক। একজন স্বচ্ছল ব্যক্তি হয়েও সরকারি ত্রাণ নেওয়া নীতিবহির্ভূত এবং প্রকৃত দরিদ্রদের প্রতি অবিচার বলে মনে করছেন তারা।

এ বিষয়ে পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর রানা বলেন, ওই শিক্ষক অনেক আগে থেকেই চাল নিচ্ছেন। এবার আমরা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে চাল বিতরণ করছি। হয়তো ভুলবশত তার হাতে কার্ড চলে গেছে।

ঘটনাটি নিয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পান্না আক্তার কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলেন, ঘটনাটি জানার পর আমি খোঁজ নিয়েছি কে তাকে কার্ড দিয়েছে, কিন্তু কেউ দায় স্বীকার করছে না। আমি নির্দেশ দিয়েছি, যদি তিনি পাওয়ার যোগ্য না হন, তবে সেই চাল যেন কোনো প্রকৃত গরিব ব্যক্তিকে দেওয়া হয়।

স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছেন, সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির

সুফল যেন প্রকৃত অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে আরও কঠোর যাচাই-বাছাই প্রয়োজন। স্বচ্ছল ব্যক্তিদের এ ধরনের সুবিধা গ্রহণ প্রকৃত দুস্থদের অধিকার ক্ষুণ্ন করে বলেও তারা মত প্রকাশ করেছেন।

কনকনে শীতে রাতে হতদরিদ্র বয়স্ক ছিন্নমূল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করলেন পৌর প্রশাসক

কনকনের শীতে রাতের বেলায় বিভিন্ন ওয়ার্ড়ে ঘুরে হতদরিদ্র বয়স্ক ছিন্নমূল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন, দর্শনা পৌর প্রশাসক শাহিন আলম। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা দর্শনা হল্ট ষ্টেশন বাসস্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন মহল্লায় শতাধিক কম্বল বিতরণ করেন।

তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রায় সময় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮/৯ ডিগ্রি থাকে। আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু পারি মানুষের সাহায্য করতে। সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত্র পর্যন্ত দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে হত দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষে মাঝে সামান্য কম্বল করে শীত নিবারণের জন্য চেস্টামাত্র।

দর্শনায় অনেক ধনী মানুষ আছে। আপনাদের মাধ্যম আহ্বান জানাচ্ছি সকলে যেন অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে। এসময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌরসভার সচিব সাজেদুর আলম, প্রধান সহকারী রুহুল আমিন, উচ্চমান সহকারী শাহ আলম, কর নির্ধারক জাহিদুল ইসলাম, হিসাবরক্ষক আরিফিন হোসেন, লাইসেন্স পরিদর্শক মোমিনুল ইসলাম, কার্য্য সহকারী হারুন অর রশিদ।

আমাদের জন্মভূমি মেহেরপুর সংগঠনের পক্ষ থেকে হতদরিদ্রকে অটোভ্যান গাড়ী প্রদান

স্বপ্নবাজ তরুণদের নিরলস প্রচেষ্টায় আমাদের জন্মভূমি মেহেরপুর সংগঠনের পক্ষ থেকে ফিরোজপুর ইউনিয়নের কাঠালপোতা গ্রামের হতদরিদ্র আসলাম মন্ডলকে তার উপার্জনের জন্য একটি অটোভ্যান গাড়ী উপহার দেওয়া হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে মুজিবনগর মুক্তিযোদ্ধু স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণ এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অটোভ্যান গাড়ি উপহার দেওয়া হয়।

আমাদের জন্মভূমি মেহেরপুর সংগঠনের সভাপতি সেলিম রেজা, সাধারণ সম্পাদক এস রানা, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক উপস্থিত থেকে ভ্যান গাড়িটি প্রদান করেন। এ সময় সংগঠনের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে জন্মভূমি মেহেরপুর সংগঠনটি ২০২০ সালের প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৪২ হাজার ৮০০ জন। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই সদস্যদের নিজস্ব অর্থায়নে জেলার বিভিন্ন হতদরিদ্র মানুষকে সহযোগিতা করে আসছে।